মানব সমাজ বিবর্তন এবং পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব।

সময়ের ব্যবধানে এক সেল বিশিষ্ট জীব জটিল জীবে রূপান্তর সংক্রান্ত জীব জগতের এই বিবর্তনের কারন সমূহ চার্লস ডারউইন উদঘাটন করেছেন। অনুরূপ ভাবে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা মানব সমাজ বিবর্তনের কারণগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে খাদ্যের সন্ধানে ঘূর্ণ্যয়মান মানুষ আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাপ্য খাদ্যের ভিন্নতার কারণে গায়ের বর্ণ, শারীরিক কাঠামো, আচরণ, অভ্যাস ও প্রথার ভিন্নতা অর্জন করে, সাধারণ বংশ অবরোহনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধিকরণ, খাদ্য সংগ্রহের কৌশল উদ্ভাবন এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রন অর্জনের উপর মানব সভ্যতার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। নৃবিজ্ঞানী মর্গানের মতে সভ্যতার দারপ্রান্তে পৌছতে মানুষকে আদিম অবস্থা ও বর্বরতার ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। আলোচ্য ধাপগুলি আবার নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ স্তরে বিভাজিত হয়েছে। আদিম নিম্ন স্তরকালে আদি মানুষ ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায়। গাছ বাসিন্দা আদি এই মানুষ গ্রীস্মমন্ডলীয় বন জঙ্গলে বাস করতো । ফল ও মূল ছিল তাদের খাদ্য। তাই বাচার তাগিদে তাকে সংগঠিত হোতে ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হয়েছে। প্রকৃতি নামের এক বিরাট শক্তির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব ও তার বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে লাগাতার সংগ্রাম এবং জয়ী হওয়ার জন্য নিত্য নুতন কৌশল বা পদ্ধতির উদ্ভাবন, মানুষকে যেমন বস্তুবাদী করেছে, তেমনি প্রকৃতি নামের অসীম শক্তির বাস্তবতা তাকে ঐশ্বরিকে রূপান্তর করেছে। ব্যবহার উপযোগী হয়ে সাধারণ উৎপাদকের কাছে পৌছা না পর্যান্ত বিজ্ঞান গ্রহনযোগ্য হয় না।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন খাদ্যের। প্রকৃতি ও জীবজন্তু থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন অন্যের সহযোগীতা, আশ্রয় ও অস্ত্রের। খাদ্যের সন্ধানে মানুষ যাযাবরের মত এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে। আভিজ্ঞতা দিয়ে আদি মানুষ জেনেছে জীবজন্তু থেকে আত্মরক্ষা ও শীত প্রশমনের উত্তম উপায় হলো অগ্নি। তাই দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মানুষ অগ্নিকে করায়ত্ত করেছে। নিজ এই সাফল্যকে স্মরনীয় করে রাখার লক্ষ্যে অগ্নি-দেবতার সৃষ্টি করেছে। শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন দেবতা মানুষের বিভিন্ন সাফল্যেরই প্রতিক। তাই অজানা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বংশক্রমিক লাগাতর সংগ্রামে জয়ী এই মানুষের মানসপটে অঙ্কিত বংশপরাম্পরায় অর্জিত সাফল্যের প্রতিমূর্তির নাম ঈশ্বর, যার অপর নাম ভাববাদ। আলোচ্য এই ভাববাদের আদি বহির্প্রকাশ হিন্দু-শাস্ত্রের বেদে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

নৃবিজ্ঞান আনুযায়ী মানুষের উল্লেখিত ঐ কাল আদিম অবস্থার মধ্য স্তরে অন্তর্ভূক্ত। আদিম মধ্য স্তরে আগুনে ভোজ্যকৃত মাছ ও মাংস ছিল মানুষের খাদ্য। মাছ ও জন্তু সংগ্রহ ছিল অনিশ্চিত ও কষ্টসাধ্য। জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত কারণে নারী রিসিভার। গর্ভকালীন অবস্থায় ও শিশু সন্তান পালনকালীন সময় নারীর পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ ও নিজ আত্মরক্ষা কঠিন কাজে পরিণত হওয়ার ফলে নরের সহযোগীতার প্রয়োজন হয়, যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাচার তাগিদে খাদ্য সংগ্রহের বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালাতে নারীকে বাধ্য করেছে, যার ফলে বীজ থেকে খাদ্য উৎপাদন, অর্থ্যাৎ ঝুম চাষ আবিস্কৃত হয়। নারী কর্তৃক সন্তান জন্ম দেয়া এবং তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষার মূখ্য ভূমিকা রাখার ফলশ্রুতিতে সন্তানেরা মাকে দেবীতে উন্নত করে। তাই মানুষের আদি বিশ্বাস হিন্দু শাস্ত্রে দেবীর প্রধান্য দেখা যায়। বিপরীতে নর হলো ডোনার। দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সম্পন্নের পূর্বশর্ত ভৌত আসক্তি। অনুরূপভাবে রিসিভারের প্রতি ডোনারের ভৌত আসক্তি এবং নারী কর্তৃক বীজ থেকে খাদ্য উৎপাদন উদ্ভাবন আদি মানুষকে

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সংঘঠিত করতে ও অবাদ যৌনকর্ম সম্পাদনে বাধ্য করেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে একই মায়ের সন্তান ছেলে ও মেয়ে বাল্যকালে ভাই-বোন, যৌবনে স্বামী-স্ত্রীতে রূপান্তর হোতে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত পান্ডব মাতার ছয় সন্তানের মধ্যে এক কন্যা ও পঞ্চ পুত্র। তাই পঞ্চ পান্ডবের এক স্ত্রী। মর্গান তত্ত্ব অনুযায়ী নর ও নারীর ভৌত আসক্তি এবং আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের সহযোগীতা পরিবার সৃষ্টির নিয়মক এবং সগোত্র যৌনকর্মই আধুনিক পরিবার উদ্ভাবনের প্রাথমিক উপাদান।

রক্তের সম্পর্কযুক্ত নর ও নারীকে নিয়ে ট্রাইবাল সমাজের উদ্ভব ঘটে এবং মানব সভ্যতা আদিম উচ্চ স্তরে প্রবেশ করে। স্ট্রিক্স, ধনুক ও তীরের উদ্ভাবনে মাছ ও পশু শিকার সহজতর ও উৎসাহব্যঞ্জক খালায় পরিণত হয়। বীজ থেকে খাদ্য উৎপাদনে অধিক নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার ফলে ট্রাইবাল সমাজের কোন কোন মানুষ গাছের ডাল ও লতাপাতা দ্বারা ঘর তৈয়ার করে স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস আরম্ভ করে। ডোঙ্গা, গাছের পাতা, ডাল, বেত, নল খাগড়া দিয়ে তৈরী বাসকেট এবং পাথরের অস্ত্র ও কুড়াল নির্মানের কৌশল এবং ব্যবহার মানুষের করায়ত্ত হয়। মৃৎশিল্প তখনো মানুষের জ্ঞানের বাহিরে। মর্গান আলোচ্য সময়কে বর্বরতার নিম্ন স্তরে উত্তরণের কাল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মর্গানের মতে তীর ও ধনুক, লোহার তলোয়ার এবং আগ্নেয়াস্ত্র যথাক্রমে আদিম অবস্থা, বর্বরতা এবং আধুনিক সভ্যতার প্রতিক।

প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ৫-৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে আফ্রিকায় প্রথম মানব সাদৃশ্য প্রানীর আবির্ভাব ঘটে। ১.৬ থেকে ০.৯ মিলিয়ন বছর পূর্বে Homo-erectous মানুষের বিলোপ্তি ঘটিয়ে Homo-sapiens মানবের আবির্ভাব হয়, যারা আধুনিক মানুষের পূর্ব পুরুষ। এরাই ছিল আদিম অবস্থার নিম্ন স্তরের মেয়দ কালের বসবাসকারী মানুষ। এক মিলিয়ন বছর পূর্বে আফ্রিকার এই মানুষের একাংশ মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসন করে। মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসিত মানুষের একাংশ বিভাজিত হয়ে দক্ষিন ইউরোপ ও দক্ষিন এশিয়া, উত্তর মেরু হয়ে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়ে ছড়িয়ে পরে। অবস্থান পৃথকীকরণ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ পর্যান্ত মানব সভ্যতা বিবর্তনের সাধারণ লাইনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সূত্রে জন্মপ্রাপ্ত উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর ভিন্নতার কারণে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মানব সভ্যতা বর্বরতা যুগের নিম্ন স্তরে ভিন্নভাবে প্রবাহিত হয়। এই যুগের মূখ্য বৈশিষ্ট হলো জীবজন্তু পোষ মানানো এবং উদ্ভিদ চাষ। আমেরিকায় ভুট্টা ছাড়া চাষযোগ্য কোন শস্য এবং পোষ মানানোর মত জীবজন্তু না থাকায় পশ্চিম গোলার্ধের সভ্যতা বর্বরতা যুগের নিম্ন স্তওে থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটে প্রায় ১ লাখ বছর পূর্বে।

পূর্ব গোলার্ধে বসবাসরত যাযাবর আর্য্য ও সেমেটিক নামের মাতৃপ্রধান ট্রাইবাল সমাজের শিকারে পারদর্শী নরেরা গরু পোষ মানিয়ে প্রজনন ক্রিয়ার কৌশল উদ্ভাবনে সক্ষম হয়। ফলে দুধ ও মাংস খাদ্যের সরবারহ বৃদ্ধির কারনে সন্তানদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে এবং শক্তি প্রয়োগে বলিয়ান হয়ে উঠে। ফলে গরু দেবতায় উন্নিত হয়। এমতাবস্থায় যাযাবর সেমেটিকরা মেসপটমিয়ার পশু চরণ ভূমি উপযোগী নদী সংলগ্ন গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করে এবং মৃৎশিল্পের উদ্ভাবন এবং বিকাশ ঘটায়। প্রায় ১২ হাজার বছর পূর্বে গ্রামে বসবাসরত সেমেটিক নরেরা নদী থেকে পানি সেচ কৌশল উদ্ভাবন এবং ইতিপূর্বে নারী কর্তৃক উদ্ভাবিত বীজ থেকে শস্য উৎপাদনে নর কর্তৃক উদ্ভাবিত সেচ প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষি কাজের সূচনা করে। ফলে মাতৃপ্রধান ট্রাইবাল সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের ফলে বিভিন্ন বিষয় চিন্তার অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রন নারী থেকে নরে পরিবর্তিত হওয়ায় ট্রাইবাল সমাজ মাতৃ থেকে পিতৃপ্রধানে রূপান্তরের সূচনা হয়।

এতদকাল মায়ের জীন বা গোত্র দ্বারা সন্তান পরিচিত হোত। মাতৃ সগোত্রীয় সমাজের অবাদ যৌনকর্ম বজায় থাকলেও পিতৃ জীনের মাধ্যমে সন্তানের পরিচয়ের সূচনা হয়। অর্থ্যাৎ সন্তানের নামের সাথে পিতৃ নাম যুক্ত হয়। ফলে একই মায়ের গর্ভে একাধিক পিতার ঔরাসজাত সন্তানেরা পৃথক ভাবে চিহ্নিত হোতে থাকে। ফলে মাতৃপ্রধান সগোত্র বিভাজিত হয়ে পিতৃপ্রধান সগোত্র উদ্ভাবনের সূচনা হয়। নৃবিজ্ঞানীরা আলোচ্য কালকে বর্বরতা যুগের মধ্য স্তর হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। নদীর পানি ব্যবহার করে জমিতে সেচ দেয়ার ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে মেসপটমিয়ার স্বল্প পরিসর নদী অববাহিকার সেচ উপযোগী জমি দখলের প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়ে যায়। প্রায় ৫-৬ হাজার বছর পূর্বে মেসপটমিয়ানরা লোহা গলিয়ে দা, কুড়াল, হাতুরী ও লাঙ্গলের ফলা তৈয়ার এবং কৃষিতে পশু শক্তি ব্যবহার করে তুলনামূলক ভাবে বাধাহীন ভাবে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ হয়। একই সময় লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তারা বর্বর যুগের উচ্চ স্তরে প্রবেশ করে। প্রায় একই সময় নীল নদের অববাহিকায় মিসরীয় সভ্যতা, সিন্ধু অববাহিকায় হরাপ্পা এবং হোয়াং হো নদীর অববাহিকায় চাইনীজ সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে প্রায় খৃঃপূঃ ৫০০তে, অর্থ্যাৎ আড়াই হাজার বছর পূর্বে।

মাতৃপ্রধান সমাজে সন্তান ছিল মায়ের উত্তারাধিকারী ফলে সম্পদের যৌথ মালিকানা বিদ্যমান ছিল। সন্তানের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত হওয়ায় একই মাতার গর্ভে একাধিক পিতার ঔরাসজাত সন্তান জন্মের ফলে উত্তারাধিকার সূত্রের পরিবর্তন ঘটে, ফলে সংশ্লিষ্ট সগোত্রীয় সমাজিক সম্পদের যৌথ মালিকানা সত্ত্বের বিলপ্তি ঘটিয়ে নারীর যৌন সঙ্গিদের মধ্যে সম্পদ বিভাজিত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন আরম্ভ হয়। পিতার সম্পত্তি থেকে মেয়ে-সন্তানকে বঞ্চিত করে নারীকে সম্পূর্ণ ভাবে নরের উপর নির্ভরশীল করা হয়। আলোচ্য ব্যবস্থা ঈশ্বরের বিধান হিসাবে প্রচারে জন্য ধর্মীয় পুরোহিতদের উদ্ভাব ঘটে। আর্য্য পুরোহিত কর্তৃক রচিত বেদে এবং পরবর্তী কালে গ্রীক শাস্ত্রে বর্ণিত বিধানটি সংযোজিত হয়।

উত্তর-পশ্চিম জার্মানীর পশু পালনে জীবিকা নির্বাহকারী যাযাবর স্যাকসন ট্রাইব, যারা আর্য্য নামেও পরিচিত, ঘোড়া পোষ মানিয়ে যাতায়তে গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। গতিশীলতার কারণে আর্য্যরা অন্য গোত্রের সম্পদ লুটে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে আসে। আলোচ্য কাজে পারদর্শী আর্য্যরা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হতে থাকে। এই আর্য্যদের একটি অংশ ভলগা, মধ্য এশিয়া, ইরান ও আফগানিস্থান হয়ে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে হরাপ্পা সভ্যতার বিলপ্তি ঘটায়। যাযাবরবিত্তি পরিত্যাগ করে আর্য্যরা ইরাণ, আফগানিস্থান ও উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। ভারতে নিজেদেরকে উচু জাতিয় ও সভ্য গণ্য করে আর্য্যরা গায়ের বর্ণ ও মানুষের পেশাকে ধর্মীয় বিধানে যুক্ত করতঃ বৈষম্যপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করে এবং নারীকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য মন্দিরের সেবা দাসীতে পরিণত করে। আদি ভারতবাসিদের আয়ের একটি অংশ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকে দিতে বাধ্য করা হয়।

নীল নদ অববাহিকায় বসবাসকারী কৃষি ভিত্তিক গোত্রসমূহ অধিক ভূ-সম্পত্তি দখলের নিমিত্তে প্রতিনিয়ত পরস্পর কলহে লিপ্ত থাকত। প্রথম দিকে পরাভূত গোত্রের নর-নারীকে হত্যা করে জমি করায়ত্ত হরা হোত। পরবর্তী কালে দেখা গেল একক ভাবে অধিক জমি চাষ করা দখলকারী বিজেতা গোত্রের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে বারতি জনবলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অধিক আরাম আয়েশ ও ভোগের আশায় পরাভূত গোত্রের নর-নারীকে দাসে পরিণত করে নরকে জমি সেচ, চাষে ও বহির্মূখী কাজে এবং নারীকে শস্য প্রক্রিয়া করণ ও গেরস্থালি কাজে নিয়োজিত করা হয়। তাছাড়া মালিক গোত্রের নরদের যৌন ক্ষুধা পরিপূর্ণ করার

জন্য দাস নারীকে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। ফলে কৃষি ভিত্তিক দাস সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। জমির পরিমান ও দাসের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধির ফলে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, ফলে ভূমি ব্যবস্থাপক ও দাস নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে লাঠিয়ালের উদ্ভব হয়। আলোচ্য প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংগ্রহ ও উত্তরাধিকার সূত্রের ধারাবাহিকতায় তা সংরক্ষণের তাগিদে দাস ভিত্তিক ফেরাউ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। দাস বিদ্রোহ দমন, মিসর বহির্ভূত সম্পদ করায়ত্ত ও বহিঃশক্তি থেকে ফেরাউ পদ্ধতি অটুট রক্ষার্থে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সৈনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটানো হয়। এরই এক পর্যায় সেমেটিকেরা ফেরাউদের দাসে পরিণত হয়। ফেরাউ পদ্ধতির উপর ধর্মীয় আবরণ লাগিয়ে ফেরাউকে ঈশ্বরের ভবতর গণ্য করা হোতে থাকে। একেশ্বরবাদী দাস সেমেটিকরা বিদ্রোহের মাধ্যমে ফেরাউ পদ্ধতিকে দুর্বল করে ফেলে। পরবর্তীকালে রোমের ধারাবাহিক আক্রমনে ফেরাউ পদ্ধতির অবসান ঘটে এবং দাস ভিত্তিক রোম সম্রাজ্য নামের রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। রোমের উক্ত দাস রাষ্ট্র ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত।

নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ীঃ- (১) সমাজ গতি ও পরিবর্তনশীল কাঠামো, (২) সামাজিক কাঠামো উৎপাদন নিয়ন্ত্রন নির্ভরশীল, (৩) সামাজিক দর্শন ও বিশ্বাস উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও কৌশল নির্ভর, (৪) নর-নারীর ভৌত আসক্তি ও সহযোগীতা পরিবার সৃষ্টির নিয়মক, (৫) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠোমা ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির নিয়মক, (৬) শক্তি ও শোষণ সম্পদ পুঞ্জিভুতকরণের পন্থা, (৭) ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র গঠনের নিয়মক, (৮) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পুঞ্জিভূত সম্পদের স্বার্থ সংরক্ষক, (৯) উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রক দ্বন্দ্ব সমাজকে গতিশীল এবং পরিপক্ক দ্বন্দ্ব সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করে, ফলে সামাজিক দর্শন ও বিশ্বাস পরিবর্তীত হয়।

সেতারা হাশেম ১২/১০/০৪